দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 16 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

6544

মাদারীপুর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

মাদারীপুর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক-কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন মাদারীপুর সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। তার ওপর সাম্প্রতিককালের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে উপজেলার অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা উত্তোরত্তর বেড়েই চলছে।

৩ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত মাদারীপুর সদর উপজেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে সর্বমোট ১শ' ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে মাদারীপুর পৌর এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাই বর্তমানে শোচনীয়।

উপজেলার মোট ১শ' ১২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে গুটিকয়েক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। অনেক বিদ্যালয়েই ছাউনি, বেড়া, দরজা, জানালা বলতে কিছুই নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদেরকে এক প্রকার খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ে উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে সকল বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা উন্মুক্ত চত্বরে।

মাদারীপুর সদর উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়া চেয়ার-টেবিল না থাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতে দেখা যায়। সদর উপজেলার ১শ' ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এক বা একাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই কোন নলকূপ নেই। কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ থাকলেও সেগুলো মেরামত না করায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পায়খানা-প্রসাবখানার সুব্যবস্থা নেই এবং খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম নেই।